৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১০ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদকের

# বার্ষিক প্রতিবেদন

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

আসসালামু আ'লাইকুম। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ (অরুণাপল্লী)'র ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি।

**শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ**

আশা করি আপনারা শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন। আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে আমরা আনন্দিত। জীবনের চলমানতায় ক্ষয়বৃদ্ধির যে নিয়ম জগতে বিদ্যমান তা এ বছর আমাদের মধ্যেও ক্রিয়াশীল ছিলো। তারই ধারাবাহিকতায় প্লট/প্লটের অংশ হস্তান্তর ও ক্রয়/হেবা সূত্রে আমরা মোট ১৯ জন নতুন সদস্য লাভ করেছি। আমি সানন্দ চিত্তে আপনাদের সম্মুখে নতুন সদস্যগণের একটি তালিকা উপস্থাপন করছি: তাঁরা হলেন: অধ্যাপক ড. মোঃ আওলাদ হোসেন (প্লট নং-২৯৩), জনাব মোঃ আতিকুর রহমান (প্লট নং-৯৪/বি অংশ), জনাব হাসিনা আফরোজ (প্লট নং-৯৪/বি অংশ), জনাব মাসুমা সুলতানা (প্লট নং-৯৪/বি অংশ), জনাব ইসতিয়াক রায়হান (প্লট নং-২৮৪), ড. ইব্রাহিম হোসেন (প্লট নং-২২১ অংশ), জনাব আরিফা আক্তার (প্লট নং-৯৮/এ), জনাব নূর আক্তার বেগম (প্লট নং-৯৮/বি), জনাব এ এস এম কাজী মোস্তফা জামাল (প্লট নং-৩০২/এফ), অধ্যাপক ড. মাজেদা ইসলাম (প্লট নং-২৯০/পশ্চিম), অধ্যাপক ড. মোঃ নাজমুল হক (প্লট নং-১৩৫/বি), ড. নুসরাত জাহান (প্লট নং-২৩৮), জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ (প্লট নং-৯৭), অধ্যাপক ড. তানিয়া শারমীন (প্লট নং-৩১১ অংশ), অধ্যাপক ড. সাজ্জাদুল ইসলাম (প্লট নং-৩১১ অংশ), জনাব মেহেরুন-নেসা (প্লট-১৬৪), জনাব সপ্তর্ষি ধর (প্লট নং-৩০২/এ), জনাব ওবায়দুর রহমান (প্লট নং-২৬১ অংশ), ড. ফাহমিদা পারভীন (প্লট নং-১৩৮ অংশ)। আজকের সভায় তাঁদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছি ও সোসাইটির উন্নয়নে তাঁদের সহযোগিতা কামনা করছি।

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের জানামতে এ বছর ৪ (চার) জন সম্মানিত সদস্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁরা হলেন: জনাব নূর আক্তার (প্লট নং- ৯৮/বি), জনাব মমতাজ খান (প্লট নং- ১৪১), অধ্যাপক ড. মহম্মদ দানীউল হক (প্লট নং- ১৫০), মিসেস লাজিমা জাব্বার (প্লট নং-৩২৪) (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। আপনাদের জানামতে যদি আরো কারো নাম এখানে বাদ পড়েছে বলে মনে করেন, অনুগ্রহ করে সভা শেষে আমাদের জানাবেন। আমরা তা অন্তর্ভুক্ত করে নেব। আমরা সকল বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ১ মিনিট নীরবতা পালন করছি। তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

**প্রিয় সদস্যবৃন্দ**

এ বছর ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত সর্বমোট ১৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাস্তবায়িত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে পেশ করছি:

**০১। নিরাপত্তা ব্যবস্থা**

বরাবরের মতো এবারো সোসাইটির নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ব্যাপারে যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবসময় সক্রিয় ছিলো। নিরাপত্তা প্রহরী এবং সি.সি.টি.ভি ক্যামেরার সমন্বয়ে সোসাইটির অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সোসাইটির অভ্যন্তরে স্থাপিত আইপি ক্যামেরাসমূহ মেরামত, কয়েকটি নতুনভাবে ক্রয় (১২ টি) ও স্থাপনের মাধ্যমে মোট ২৮ টি ক্যামেরা সার্বক্ষণিক সচল রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে ভিডিও ক্লিপ সরবরাহ করে অপরাধ কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে ৩টি কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সি.সি.টি.ভি ক্যামেরাসমূহ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। এছাড়াও এ বছর সীমানা বরাবর ৩০০ ফুট জালি বেড়া ও প্রায় ৩০০ ফুট আরসিসি স্থায়ী পাঁকা বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। নিরাপত্তার প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ৫ (ঘ) অনুযায়ী সোসাইটির অভ্যন্তরীণ অনুমোদনহীন কাঁচা ঘরগুলো সরিয়ে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কেয়ারটেকার, ঠিকাদার ও ভাড়াটিয়াগণের 'তথ্য ফর্ম'সহ আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ফলে সোসাইটির নিরাপত্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি। উল্লেখ্য যে, সোসাইটির নিরাপত্তা প্রহরীদের জন্য শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন নতুন ড্রেসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।



CamScanner

**০২। সোসাইটির মামলা পরিচালনা**

আপনারা অবগত রয়েছেন যে, সোসাইটিতে যে সব প্লটে বিআরএস রেকর্ডে প্রতিবন্ধকতা ছিল তার বিরুদ্ধে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল কোর্টে মামলা করা হয়েছে। এ বছরে কোর্ট অব ওয়ার্ডসসহ (২৩ জন বাদী) আরও ৯টি মামলা সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে রায়ের পর্যায়ে আছে এবং ১টি মামলার রায় আমাদের পক্ষে এসেছে। বাকি মামলাগুলোর সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য অপেক্ষমান আছে। এবছর আশা করেছিলাম প্রায় ১৫টি মামলা শেষ করতে পারবো। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে কয়েকটি মামলার তারিখ পিছানো হয়েছে। যেসকল সদস্য এখন পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করেননি তাঁদেরকে অনতিবিলম্বে নিজ দায়িত্বে তহশীল অফিসে যোগাযোগ করে অনলাইন ভিত্তিক খাজনা পরিশোধের জন্য অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে অরুণাপল্লী অফিস আপনাদের সহযোগিতা করবে।

**০৩। আর.সি.সি ড্রেইন নির্মাণ**

সোসাইটির অভ্যন্তরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এবছরও প্রায় ২৩৭৫ রানিং ফুট আর.সি.সি (পাকা) ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে। সোসাইটির বিভিন্ন রোডের অংশ বিশেষ, মেইন রোড ও ক্রস রোডের অংশে ড্রেইনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এপর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ৪.৬ কিলোমিটার ড্রেইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিয়মিত পাকা ড্রেইন নির্মাণ ও কাঁচা ড্রেইন সংস্কার অব্যাহত থাকায় সোসাইটির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে ভবিষ্যতেও নিয়মিত ড্রেইন নির্মাণ অব্যাহত রাখা হবে।

**০৪। রাস্তা সংস্কার ও নির্মাণ**

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, এ বছরে প্রায় ১.২৫ কিঃ মিঃ রাস্তার কার্পেটিংসহ বিটুমিনাস স্প্রের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে ধাপে ধাপে সোসাইটির অবশিষ্ট রাস্তাসমূহ সংস্কার/নির্মাণ/কার্পেটিং করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও আশেপাশের ভূমি মালিকদের সাথে সমন্বয় করে সোসাইটির দ্বিতীয় এপ্রোচ রোডটির নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে দরপত্র যাচাই-বাছাই শেষে নির্মাণ কাজ শুরুর অপেক্ষায় আছে।

**০৫। সোসাইটির যানবাহন**

বর্তমানে সোসাইটির ২টি মাইক্রোবাস, ১টি মটর সাইকেল ও ৩টি বাই-সাইকেল রয়েছে। মোটর সাইকেল দিয়ে রাতে টহল ডিউটির ব্যবস্থা করা হয়েছে ও মাইক্রোবাসগুলো সোসাইটির অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের দৈনন্দিন যাতায়াত ব্যবস্থায় ও জরুরী স্বাস্থ্য সেবায় সহায়ক ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত বাস সেবা দিয়ে সমিতির যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সমিতির সদস্যদের ও ভাড়াটিয়াদের জন্য যানবাহন পাশ/স্টীকার তৈরি করে সরবরাহ করা অব্যাহত রয়েছে।

**০৬। সোসাইটির ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নয়ন**

সোসাইটির অভ্যন্তরে ইন্টারনেট সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন রাখার বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। সেবার মান উন্নয়নে ড্যাফোডিল অনলাইনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। গ্রাহকগণের ইন্টারনেট সংযোগ সংশ্লিষ্ট যেকোনো সমস্যা যেন দ্রুত সমাধান করা হয় সে বিষয়ে সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখা হচ্ছে ও নতুন সংযোগ চাওয়া মাত্রই স্বল্পতম সময়ে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়াও সোসাইটির স্টাফদের অফিস সময় পর্যবেক্ষণ করার জন্য Digital Fingerprint Attendance Device স্থাপন করা হয়েছে।

**০৭। সোসাইটির শপিং কমপ্লেক্সের উন্নয়ন**

শপিং কমপ্লেক্সের আওতায় সদস্যগণের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূববর্তী ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটি সংস্কার করে ২টি স্টোর চালু রাখায় সদস্যগণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা আরো সহজলভ্য হয়েছে। পাশাপাশি লন্ড্রি ও সেলুন সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও অধিবাসীগণের প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করে সাইকেল মেরামত, জুতা সেলাই ও কাঁচা বাজারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**০৮। ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও মশক নিধন ব্যবস্থা**

আপনারা অবগত আছেন যে, এ বছরে ঢাকাসহ দেশব্যাপী ডেঙ্গু মশার উপদ্রব অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গুর প্রকোপে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। সোসাইটিতে অন্যান্য বছরের মতো এবছরেও মশা নিধনের লক্ষ্যে ঔষধ ছড়ানোর কাজ নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে। এতে করে মশার উপদ্রব নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভব হয়েছে।



CamScanner

**০৯। বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী**

যে সকল রাস্তায় গাছ কম রয়েছে এবং গাছের ফাঁকে জায়গা রয়েছে, সেই সকল স্থানে প্রায় শতাধিক ভেষজ ও ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সোসাইটির কোনো প্লটের আওতাধীন গাছের ডালপালা পার্শ্ববর্তী প্লটের কোনো স্থাপনার বা সোসাইটির ক্ষতি করলে সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক দায়ভার বহন করবেন বলে গত ২৯ অক্টোবর ২০২৩ অনুষ্ঠিত ৫৭২ তম মাসিক সভায় (আলোচ্যসূচী ৭(ঘ)) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সোসাইটির প্রবেশমুখে নিজস্ব প্লটের (২৫ নং) সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যেই দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক নাম-ফলক স্থাপন করা হয়েছে। অরুণাপল্লী শিশু বিকাশ কেন্দ্র (উৎকর্ষ) এর তত্ত্বাবধানে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গত ১৫ জুলাই ২০২৩ ইং তারিখে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। আশা করি বনায়নে ও পরিবেশ রক্ষায় এ উদ্যোগগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সকলের অব্যাহত প্রচেষ্টায় অরুণাপল্লী তার দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখবে বলে আশা প্রকাশ করছি।

**১০। মৎস্য চাষ ও পানি ব্যবস্থাপনা**

সোসাইটিতে দুটি পুকুরে মাছের চাষ করা হয়েছে ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শে পরিচর্যা করা হচ্ছে। এ বছর রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশ, বাটা এবং পুঁটিসহ বিভিন্ন দেশীয় মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। আশা করি মাছ চাষে আমরা অন্যান্য বছরের মত সফল হতে পারবো। এছাড়াও সোসাইটির ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিরূপণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

**১১। সোসাইটির অফিস সংলগ্ন পুকুরের পাড় বাঁধাই**

সোসাইটির অফিস সংলগ্ন পুকুরের পাড়ের স্থায়ীত্ব রক্ষার জন্য এই বছর বাঁশ, ড্রামসীট, সিমেন্টের ব্যাগে বালি ভর্তি করে সংস্কারের কাজ প্রায় ৩০০ফুট সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বাকি অংশগুলোর কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। এতে করে পুকুরের পাড়ে অবস্থিত স্থাপনাসমূহের স্থায়ীত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি।

**১২। অরুণাপল্লী জামে মসজিদ সংক্রান্ত উন্নয়ন**

অরুণাপল্লী জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলার টাইলস স্থাপন ও অন্যান্য সংস্কার কাজ চলমান আছে। সোসাইটিতে বসবাসরত সদস্য ও তাঁদের সন্তানদের জন্য কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও মসজিদের নিচ তলায় পাঠাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় কবরস্থানের অভ্যন্তরীণ রাস্তাসমূহ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

**১৩। সোসাইটির অভ্যন্তরে মন্দির নির্মাণ**

সোসাইটির অভ্যন্তরে একটি মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থান নির্বাচন ও ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করে ডিজাইন চূড়ান্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। মন্দির নির্মাণের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য সদস্যগণকে এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে ঐচ্ছিক অনুদান দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

**১৪। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচি**

পূর্ববর্তী বছরের ন্যায়ে এবছরেও সোসাইটির অভ্যন্তরে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সোসাইটির অভ্যন্তরে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমান লাইব্রেরির পয়েন্টটি চালু রাখা হয়েছে। অরুণাপল্লী শিশু বিকাশ কেন্দ্র (উৎকর্ষ) এর তত্ত্বাবধানে চিত্রাংকন, প্রমিত উচ্চারণ ও আবৃত্তি, সঙ্গীত, কারাতে ও হ্যান্ডবলসহ নানান প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বছরব্যাপী উৎকর্ষ ও বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর যৌথ উদ্যোগে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং উৎকর্ষের পরিবেশনায় পহেলা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সোসাইটির খেলার মাঠের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে এবং মাঠে একাধিক ব্যাডমিন্টন কোর্ট, ভলিবল কোর্টের পাশাপাশি ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোসাইটির টেনিস কোর্টটি ঢালাই করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা আনুমানিক খরচ নিরূপণ করে কাজ শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও সোসাইটির অভ্যন্তরে বসবাসকারী শিশুদের টিকা প্রদান ও ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিশু কিশোরদের জ্ঞান বিকাশের জন্য বেশ কয়েকটি সেমিনার (Basic Life Support and First Aid, বিশ্ব ও পরিবেশ পরিচিতি) আয়োজন করা হয়েছে। সোসাইটির শিশুদের পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অরুণাপল্লী শিশু বিকাশ কেন্দ্র (উৎকর্ষ) এর তত্ত্বাবধানে 'পরিচ্ছন্নতা অভিযান' পরিচালিত হয়েছে।

**১৫। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি পেশ**

সোসাইটির পক্ষ থেকে মহান স্বাধীনতা দিবসে (২৬ শে মার্চ ২০২৩) ও বিজয় দিবসে (১৬ ডিসেম্বর ২০২৩) জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।



CamScanner

**১৬। অডিট রিপোর্ট**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সমবায় অফিস কর্তৃক অডিটকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত অডিট রিপোর্টটি আজকের প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টে উল্লিখিত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ৫ (ক) অনুযায়ী সোসাইটির আয়-ব্যয় ও সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম (J U Ahmed & Co. Chartered Accountants) সম্পন্ন করা হয়েছে (২২/১২/২০২৩ ইং তারিখে; রিপোর্ট সংযুক্ত)। সামনের দিনগুলিতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যেই একজন অ্যাকাউন্টস অফিসার নিয়োগ দিয়ে সোসাইটির আর্থিক ব্যবস্থাপনা আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

**১৭। সোসাইটির বকেয়া আদায়**

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সদস্যদের একাধিকবার পত্র দেয়া হয়েছে। বকেয়া আদায়ের জন্য সম্মানিত সদস্যকে ফোন করে তাগিদ দেয়া হয়েছে। বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছরের ন্যায় আগামীতেও কাজ করে যাবে। আমরা আশা করছি, যে সকল সদস্য এখনও তাঁদের নিয়মিত ফি ও দায়-দেনা পরিশোধ করেননি, তাঁরা সোসাইটির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পাওনাসমূহ সময়মত পরিশোধ করে সোসাইটি পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবেন।

**১৮। বাড়ি নির্মাণে 'অনাপত্তি পত্র বা প্রাথমিক অনুমতি' প্রদান**

সোসাইটির অভ্যন্তরে এ বছর নতুন করে ০৬টি বাড়ি নির্মাণে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী 'অনাপত্তি পত্র বা প্রাথমিক অনুমতি' দেয়া হয়েছে। সোসাইটিতে জমাকৃত নকশা মোতাবেক অনেকগুলি বহুতল ভবনসহ বাড়ি নির্মাণ কাজ চলছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২৭.০৮.২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় ও ২৫.১২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) তলা পর্যন্ত (G+5, প্রতি তলায় ২টি করে সর্বোচ্চ ১০টি ফ্ল্যাট) বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এখনও সোসাইটিতে বাড়ি নির্মাণে 'অনাপত্তি ছাড়পত্র বা প্রাথমিক অনুমতি'র ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে।

**১৯। শ্রেষ্ঠ কো-অপারেটিভ সোসাইটি হিসেবে ৫ম বারের মত সম্মাননা লাভ**

সাভার উপজেলা সমবায় অফিস কর্তৃক গত ০৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ (অরুণাপল্লী) ৫ম বারের মত শ্রেষ্ঠ কো-অপারেটিভ সোসাইটি হিসেবে সম্মাননা লাভ করেছে। সোসাইটির সার্বিক কর্মকাণ্ডে আপনাদের আন্তরিক অংশগ্রহণের ফলে এই সাফল্য ও সম্মান অর্জিত হয়েছে। সার্বিক ও অব্যাহত সমর্থন দেয়ায় সম্মানিত সকল সদস্যের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

**শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ,**

বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির এটি দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা। সোসাইটির কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় দৈনন্দিন নানান ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। উক্ত সমস্যাসমূহ সোসাইটির সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন উপ-কমিটির মাধ্যমে ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে সুরাহা করা হয়েছে। নিশ্চয়ই সোসাইটিকে ঘিরে আপনাদের মনেও রয়েছে নানান স্বপ্ন-পরিকল্পনা। আপনাদের গঠনমূলক আলোচনায় সেসব অবগত হওয়া সম্ভব হবে। আপনারা প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করলে আমরা সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবো। আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি ও সোসাইটির উন্নততর ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকরণে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। দীর্ঘক্ষণ আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ইংরেজী নববর্ষ-২০২৪ সালকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে
ধন্যবাদসহ,

(অধ্যাপক ড. মোঃ সোহেল রানা)
সাধারণ সম্পাদক



CamScanner